শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত বন্ধ হোক

তাওহীদ ইসলাম সজীব

সংঘাত এক রক্তক্ষয়ী খেলা। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মাঝে তর্ক, ক্ষমতার লড়াই, গুজব, কোনো পক্ষের ইন্ধন, উসকানি একপর্যায়ে মারাত্মক সংঘাতে রূপ নিচ্ছে। স্কুল-কলেজের উঠতি বয়সের তরুণদের কাছে এ সংঘাত এক সাধারণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে পরস্পরকে হেয় করার মানসিকতা, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাতে জড়াচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসনের গাফিলতি সংঘাতের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি, মোল্লা কলেজের (ডিআরএমসি) এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে ন্যাশনাল হাসপাতাল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ঢাকার বেশ কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থী। এর প্রতিশোধে পরের দিন মোল্লা কলেজে ভাঙচুর ও সংঘর্ষে জড়ায় তিন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সংঘর্ষে আহত হয় শতাধিক, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়।

সংঘাত কখনোই কাম্য নয়। সংঘাতের ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাশাপাশি জনগণের মনে আতঙ্ক, তীব্র যানজট ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কলেজ প্রশাসনকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞানার্জনের স্থান। শিক্ষার্থীদের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের মতো কঠিন, নিকৃষ্ট বিষয়কে সহজ বানানোর মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি কোনো স্বার্থান্বেষী মহল এসব বিষয়কে কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে কি না, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে সব সময় সজাগ, তৎপর ও কঠোর থাকতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের কর্ণধার। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বার্থেই সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, মানবীয় গুণসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা প্রয়োজন!

শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ, ঢাকা